তারিখ ... 06 FEB 2015
পৃষ্ঠা -৯- কলাম -৩

রোকেয়ায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ওপর সন্ত্রাসী হামলা, আহত ১৫

■ রংপুর অফিস

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (বেরোবি) শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ওপর দুর্বৃত্তদের হামলা-পাল্টা হামলা ও সংঘর্ষে শিক্ষক, পুলিশ, শিক্ষার্থীসহ অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে দুই শিক্ষককে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতি ও বুধবার রাতে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ নিয়ে ক্যাম্পাসে উত্তেজনা বিরাজ করছে। মোতায়েন রয়েছে বাড়তি পুলিশ। দুর্বৃত্তদের হুমকিতে বাড়ি থেকে ভয়ে বের হতে পারছেন না সহকারী প্রক্টর। আর নিরাপত্তা চেয়ে থানায় জিডি করেছেন নীল দলের সভাপতি শিক্ষক আপেল মাহমুদ। এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৩ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে।

জিডি, তদন্ত কমিটি

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থিতিশীল পরিস্থিতি নিরসন এবং সব সমস্যা সমাধানের দাবিতে বুধবার বিকেল থেকে প্রক্টরের অনুমতি না নিয়ে ক্যাম্পাসে আমরণ অনশন শুরু করেন আট-দশ শিক্ষার্থী। রাত ১১টার দিকে সহকারী প্রক্টর অনশনকারীদের কাছে গিয়ে নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে রাতে অনশন না করার জন্য বলেন। কিন্তু অনশনকারীরা তার কথা না শুনে অনশন চালিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রক্টরও চলে যান। রাত আনুমানিক সাড়ে ১২টার দিকে মুখোশপরা ২০-২৫ যুবক লাঠিসোটা ও ছুরি নিয়ে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে অনশনকারীদের ওপর হামলা চালায়। তাদের চিৎকারে ডরমিটরি থেকে শিক্ষকরা ছুটে এলে তাদের সঙ্গেও ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষ বাধে। পরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও পুলিসসহ ১৫ জন আহত হন। আহতদের মধ্যে অধ্যাপক তরিকুল ইসলাম, ভূগোল বিভাগের প্রভাষক মোস্তাফিজার রহমান ও এএসআই আইয়ুব আলীকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আহত শাহজাহান আলী জানান, কোনো কারণ ছাড়াই সন্ত্রাসীরা আমাদের ওপর হামলা চালায়। এ ঘটনায় খবর পেয়ে বিশ্বদ্যািলয়ের প্রক্টর ড. নাজমুল হক অসুস্থ থাকায় সহকারী প্রক্টর মো. শাহ জামান দ্রুত ছুটে আসেন। তার ওপরও দুর্বৃত্তরা হামলা চালায় এবং লাঠি নিয়ে তাড়া করে। তিনি ক্যাম্পাসের ডরমিটরিতে গিয়ে আশ্রয় নেন। দুর্বৃত্তরা লাঠিসোটা নিয়ে ডরমিটরিতে হামলা চালায় এবং ভাংচুর করে। তারা শিক্ষকদের সংগঠন নীল দলের সভাপতি আপেল মাহমুদের দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা করে। ভেতরে প্রবেশ করতে না পেরে সহকারী প্রক্টর শাহ জামান ও আপেল মাহমুদকে হত্যার হুমকি দেয়। বৃহস্পতিবার এ খবর ছড়িয়ে পড়লে ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের বাড়িতে হামলা ভাংচুর ও হত্যার হুমকির প্রতিবাদে এবং দুর্বৃত্তদের গ্রেফতারের দাবিতে ক্যাম্পাসে মানববন্ধন করেন। কিন্তু উপাচার্য অধ্যাপক ড. একেএম নূর-উন-নবীকে অপসারণের দাবিতে আন্দোলনকারী 'সমন্বিত অধিকার বাস্তবায়ন পরিষদ', বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতাকর্মীরা তাদের ওপর হামলা চালায় বলে মানববন্ধনকারীরা অভিযোগ করেন। সমন্বিত অধিকার বাস্তবায়ন পরিষদের আহ্বায়ক হচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ড. আর এম হাফিজুর রহমান এবং সদস্য সচিব শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ড. পরিমল চন্দ্র বর্মণ। এরপর দু'পক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে।